আমাদের সময়

তারিখ ... 03 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

মিল্টন বিশ্বাস

প্রত্যাশিত ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আচরণ

৩০ আগস্ট (২০১৫) সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের ওপর ছাত্রদের হামলা করার ঘটনা দেশ-বিদেশের মিডিয়া এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিন্দনীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যদিও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে একাধিক গ্রুপ রয়েছে এবং বাস্তবতা এ রকম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসি হিসেবে নিযুক্ত অধ্যাপককে প্রথম থেকে কেউ কেউ মেনে নিতে পারেননি। এমনকি বর্তমান ভিসিকে দিয়ে প্রত্যাশিত কাজ করিয়ে নিতে পারেননি বলেও হয়তো আগে থেকে ক্ষুব্ধ ছিলেন কিছুসংখ্যক শিক্ষক। এ রকম পরিস্থিতিতে ছাত্র সংগঠনগুলো ভিসির সপক্ষে কাজ করতেও পারে। কারণ ওই ভিসিও আওয়ামী লীগ সমর্থিত। সে জন্য তার পক্ষে শিক্ষকদের সমর্থন থাকাটাও যৌক্তিক। তবে সব সীমা লঙ্ঘন করেছে হামলাকারী ছাত্ররা। ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ওই ছাত্রদের আচরণের বিরুদ্ধে। তার একটি প্রবন্ধে ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেছেন– 'ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়ে তোলা।' (শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র ১, পৃ. ১৭৯) এ জন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তিনি আরও লিখেছেন, 'আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরোধী।' বর্তমান শতাব্দীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ নির্মাণের নতুন প্রজন্মের সাহসী সৈনিকরা অনেকেই নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন। আর জননেত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী নেতৃত্বের কারণে দেশ এগিয়ে চলেছে। ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসে জড়িতদের বিরুদ্ধে 'যথাযথ ব্যবস্থা' নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সেদিন শেখ হাসিনা বলেছেন, 'এখানে একটা নির্দেশ আমি দিতে চাই, যারাই এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস করবে, যে দলের হোক, কে কোন দলের সেটা দেখার কথা নয়, যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড করবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে।' অবশ্য তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বলা হয়েছিল, 'শাহজালালে সংঘর্ষের দায় ছাত্রলীগের নয়।' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি যে, যারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণ্ডগোল করুক, একটা পর্যায়ে দেখা গেছে সেখানে ছাত্রের চেয়ে অছাত্র বেশি, কিছু বহিরাগত, তারাও এর সঙ্গে জড়িত থাকে।' তার মতে, দোষীদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তি দিলে তাৎক্ষণিকভাবে এসব ঘটনা 'নিয়ন্ত্রণ' করা যায়। গত বছরের ১২ নভেম্বর চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকুক, সুখে থাকুক, উন্নত জীবন পাক– এটাই তার প্রত্যাশা। এ জন্য ছাত্র সংগঠন রাজনীতির নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের অনেক অন্তরায়ের মধ্যে একটি অন্তরায় হলো নোংরা ছাত্র রাজনীতি। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব ছাত্রদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াসহ জাতীয় ইস্যুতে সোচ্চার হওয়ার চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। এই প্রবণতা থেকে ছাত্রদের মুক্ত করতে পারে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একজন নেত্রী হিসেবে পাকিস্তান আমলে 'ইডেন মহাবিদ্যালয় ছাত্রী সংসদ' নির্বাচনে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে হিসেবে নন, সে সময় তার মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সাধারণ ছাত্রীদের মন জয় করে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এটি ছিল আদর্শের জয়। এই আদর্শভিত্তিক সংগঠন ছাত্রদের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

দেশ পরিচালিত হবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ছাত্র সমাজ দ্বারা। কাজেই ছাত্রদের রাজনীতির সুস্থধারা অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষক পেটানোর মতো কাজ করলে সাধারণ মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্রই হয়ে থাকতে হবে তাদের। দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত রাখা সম্ভব হবে ছাত্রদের আচরণ সুস্থ সমাজ গড়ার পক্ষে থাকলে

অবশ্য দুদশক আগে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রদের দিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চিন্তা করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে তার লিখিত 'শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই তার লক্ষ্য ছিল। প্রতিটি ছাত্র যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা-মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা তার অন্তরের চাওয়া ছিল। সে সময় তার প্রত্যয়দৃপ্ত উচ্চারণ হলো– 'শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।' আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করলে তা প্রতিবিধানে তিনি সব সময়ই উদ্যমী ভূমিকা পালন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল তার লেখায়। দুই দশক আগের এসব ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনায়। গত মহাজোট সরকারের অন্যতম কীর্তি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন। 'শিক্ষানীতি ২০১০'-এ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' তিন অংশে বলা হয়েছে : 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি (যেমন : ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো' হবে।

এ কথা সত্য, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ছাত্র রাজনীতির রূপ পাল্টেছে। ২০১৫ সালের ছাত্র রাজনীতি এবং ষাট-সত্তর দশকের ছাত্র রাজনীতি কখনোই এক নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্র রাজনীতি এবং বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার রাজনীতি একেবারেই ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা এবং বর্তমানের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা স্পৃহা কাজ করত, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আলাদা একটা ভূখণ্ড হবে এবং বাংলাদেশ তার আত্মপরিচয় হিসেবে জাতীয় সংগীত ও পতাকা পাবে। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। ১৯৭১ সালে ছাত্ররা যুদ্ধ করেছে দেশের বাইরের শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলো দেশের ভেতরে অর্থাৎ ঘরের ভেতরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতর এমন কতকগুলো এর সফলতার জন্য কাজ করে। অন্যদিকে ছাত্রলী শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করে। তাই ছাত্রলীগের প্রধা মন্ত্র হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করা। একবিং শতাব্দীর ছাত্রদের এই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার পেছে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী ছাত্র রাজনীতি প্রালিত ইতিহাস। বিংশ শতাব্দী ছিল বিশ্বব্যাপী ছা রাজনীতির অঢেল অর্জন আর অধিকার আদায়ের স্মরণীয় যুগ। এ কারণে এই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে ওই শতাব্দীর শিক্ষার্থীদে নিজ নিজ যোগ্যতা ও মেধার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। কেবল রাজনীতি নয়– পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সমাজ পরিবর্তনের নানা ক্ষেত্রে তারা পাঠ্যসূচির বাইরে অবদান রেখেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের সর্বশেষ অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের বিজয় দিবসের ভাষণে বলেছিলেন : 'একটি কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজও বলছি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' সেদিন তিনি আরও বলেছিলেন, 'চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সবাইকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনি আপনার কর্তব্য দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করেছেন, সেটাই বড় কথা।' চরিত্র পরিবর্তনের যে কথা তিনি বলেছিলেন তা ছাত্র সমাজের ক্ষেত্রে একান্তই প্রযোজ্য। কারণ কৃষক-শ্রমিকের পর দেশের উন্নয়নের চাকা ঘুরছে তাদের হাত দিয়ে। জাতির জনক যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় বারবার বলতেন, স্বাধীনতা অর্জন করা যত সহজ, রক্ষা করা আরও কঠিন। তিনি স্বাধীনতার অর্জনকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে নিতে আদর্শ ও ত্যাগের মহিমায় একটি জাতিকে নৈতিক চরিত্রে দাঁড় করানোর আকুতি জানিয়েছেন। তার নিরাভরণ সাদামাটা জীবনের ছবি এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে।' তার আদর্শের অনুসারী হয়েই আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম আর আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আদর্শের রাজনীতির পথে হাঁটতে হবে বর্তমান ছাত্র সমাজকে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে ছাত্রদের ভূমিকা বিশদ। শেখ হাসিনার ভিশনগুলো অর্জনে ছাত্ররা অবদান রাখতে সক্ষম হবে এটাই প্রত্যাশিত। উন্নত বিশ্ব গড়ার জন্য তাদের মুখ্য ভূমিকায় দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতি দরকার এই কারণে যে, মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবেলা করতে বারবার আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কোটি কোটি অ সম্পদের মালিক জামায়াতে ইসলামী আর ত বিত্তবান নেতারা সমাজের কোনো মৌলিক ব আনতে সক্ষম হবে না কখনো। তাছাড়া তা যুদ্ধাপরাধী নেতারা এই দেশের মানুষের কাছে চায়নি; বরং একাত্তর প্রসঙ্গে ধারাবাহিক মিথ্যা করে গেছে নানান সময়ে। দেশ পরিচালিত